রাজনৈতিক তত্ত্বের ভুমিকার ওপর একটি টীকা লেখ।(৫)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুরু থেকেই রাজনৈতিক তত্ত্বের শুরু। প্ল্যামেনাজ বলেছেন রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্দেশ্য হল আমরা কি করব এবং কিভাবে করব তা ঠিক করতে সাহায্য করা। তবে যেকোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব বা ভূমিকা এক নয়। সনাতন রাজনৈতিক তত্ত্ব যে ভূমিকা পালন করেছে, আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিকা তার থেকে স্বতন্ত্র। আবার মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিকা এই দূটির থেকে  সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র।
সনাতন রাষ্ট্রদার্শনিকদের প্রবণতা ছিল একটি সাধারণ বা সর্বজনীন আদর্শকে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়া। যেকোনো সমস্যাকে নৈতিক লক্ষ্য দিয়ে বিচার করা এবং ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের নিরিখে সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করা। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে আদর্শ, নৈতিকতা এবং বিশেষ মূল্যবোধ। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, রুশো, বেন্থাম, হেগেল, গ্রীন প্রমূখ যে রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মাণ করেছেন সেখানে তত্ত্ব ও দর্শনের সীমারেখা খুব একটা স্পষ্ট ছিল না।

 উনবিংশ শতাব্দি থেকে রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্বের মধ্যে সীমারেখাটি স্পষ্ট হতে থাকে। তত্ত্ব এবং এর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন চিন্তাভাবনার বিকাশ ক্রমে লক্ষ্য করা যায়। **অগাস্ট কোঁতের দৃষ্টবাদ** এবং **ম্যাক্স ওয়েবারের নয়া দৃষ্টবাদ** বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই রাজনৈতিক তত্ত্বের জগতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার কাজে লাগান অভিজ্ঞতাবাদী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং গবেষণার ক্ষেত্র থেকে মূল্যবোধকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেন। এঁদের হাত ধরে বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আঙিনায় আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটে। রাজনৈতিক তত্ত্বকে মূল্যমান নিরপেক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস দেখা যায় এবং তথ্য ও গবেষণার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আচরণবাদীদের মতে বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক জ্ঞানের জন্যই রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাঁদের মতে তথ্য না থাকলে তত্ত্বের যেমন কোন বাস্তব ভিত্তি থাকেনা, তেমনি কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি না থাকলে তথ্য কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর সংকলন হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতপক্ষে তথ্য ও তত্ত্ব উভয়ের যৌথ অবদানে গড়ে ওঠে যথার্থ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। আচরণবাদীদের মতে, মানুষের রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় এবং সেই কারণে রাজনৈতিক আচরণকেও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আওতায় আনা সম্ভব। এই রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা সম্ভবপর হয়। রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব প্রসঙ্গে এঁরা তিন প্রকার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

1. তত্ত্ব কোন গবেষককে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উপাদানসমূহকে সনাক্ত করতে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। একটি তাত্ত্বিক কাঠামো ছাড়া কোনো গবেষক তার কাজকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারেন না।

2. তত্ত্ব একইসঙ্গে গবেষণার তুলনামূলক পর্যালোচনার পথ প্রশস্ত করে এবং গবেষণার নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

3. একটি তত্ত্বের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে।

আচরণবাদীদের থেকে মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে পৃথক গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে যে মার্কসীয় তত্ত্ব গড়ে উঠেছে তা কোনও প্রকার কল্পনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ঘটনার বস্তুনিষ্ট বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মার্কসবাদ প্রচলিত শ্রেণীভিত্তিক শোষনভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে শ্রেনীহীন শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশ করে। মার্কস নিজেই বলেছিলেন আজ পর্যন্ত দার্শনিকরা জগৎকে ব্যাখ্যাই করেছেন কিন্তু আসল কথা হলো একে পরিবর্তন করা। বস্তুতপক্ষে মার্কসবাদ সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়ার পথ-নির্দেশিকা। মার্কসবাদের এই গতিশীল চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমিল বার্নস বলেছেন, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত মার্কসবাদও গড়ে উঠেছে অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও পৃথিবী সংক্রান্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে। তাই তত্ত্ব হিসাবে মার্কসবাদের শেষ সীমারেখা টেনে দেওয়া সম্ভব হয়নি। যতই ইতিহাসের অগ্রগতি হয় এবং মানুষ অধিক পরিমাণে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে, ততই মার্কসবাদও ক্রমাগত সমৃদ্ধ হতে থাকে।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক তত্ত্বে্র গুরুত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রীয় স্থান অধিগ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারায় যুগোপযোগী কাঠামো প্রস্তুত করাই তত্ত্বের গুরুত্বপুর্ণ কাজ। রাজনৈতিক তত্ত্ব ব্যতিরেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গতিধারা স্তব্ধ হয়ে পড়বে, তাই তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।